দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 27 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এক ছাত্রের আইনী চ্যালেঞ্জ ॥ প্রশ্নের মুখোমুখি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন এক আইনের ছাত্র। পরীক্ষার উত্তরপত্র সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, ফল প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম না মানাসহ নানা অভিযোগ এনে লিগ্যাল নোটিস পাঠিয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে উপরোল্লিখিত ছাত্র প্রকাশিত ফল চ্যালেঞ্জ করে নোটারি পাবলিক সত্যায়িত 'এফিডেভিড' কপি উপাচার্য বরাবর পাঠিয়েছেন। বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আওতাভুক্ত কলেজগুলোতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে অনেক 'অকৃতকার্য' ছাত্র প্রকাশিত ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জানা গেছে, বরিশাল ল কলেজ থেকে এবিএম মাহাবুবুর রহমান খান নামে এক ছাত্র এলএলবি-১৯৯৭ ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেয়। ১৯৯৮ সালের ১৩ নবেম্বর পরীক্ষা শেষ হয়। ১৯৯৯ সালের ৫ জুলাই তারিখে ১ম প্রকাশিত আংশিক ফলাফলে ৭ম পত্রের খাতা হারানোর কারণে ১৯ জনের ফলাফল স্থগিত দেখানো হয়। এর মধ্যে ১৫ জন বরিশাল ল কলেজের এবং ৪ জন পটুয়াখালী ল কলেজের পরীক্ষার্থী। পরবর্তীতে ২৬ জুলাই '৯৯ তারিখে ৬ পত্রের যুক্ত নম্বর করে ৭ম পত্রে গড় নম্বর দিয়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে অনেকেই অকৃতকার্য হয়। এ বিষয়ে ফলাফল চ্যালেঞ্জকারী ছাত্র এবিএম মাহাবুবুর রহমান খান তাঁর এফিডেভিটে উল্লেখ করেন, 'হারানো খাতা না খুঁজে বিদায়ী উপাচার্য ডঃ আমিনুল ইসলামের আমলে খাতা হারানো মর্মে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সপ্তম পত্রে গড় নম্বর দিয়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আমি এই ফলাফল নিয়ে '৯৯ সালের ১৭ আগস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে লিগ্যাল নোটিস পাঠাই। এই নোটিসের জবাবে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুসা উদ্দীন বিশ্বাস আমার আইনজীবীর বরাবরে দু'পৃষ্ঠাব্যাপী উত্তর পাঠান। এতে আমাকে নানাভাবে উপহাস করা হয়। কিন্তু চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি একটি দৈনিকে কালিয়াকৈর পুলিশ কর্তৃক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি বিভিন্ন কোর্সের মূল উত্তরপত্র উদ্ধার হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় আমার রোল-রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখতে পাওয়ায় আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দখলে থাকা আমার স্বহস্তে লিখিত খাতা শনাক্ত করি এবং খাতার সকল পৃষ্ঠা ফটোকপি করিয়ে নেই। এ সময় ১১টি উত্তরপত্রের সঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নামাঙ্কিত সবুজ কালি দ্বারা সিলযুক্ত একটি চটের ব্যাগও দেখতে পাই। পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার হওয়া সপ্তম পত্রের হারানো খাতা যে আমার স্বহস্তে লিখিত এবং ১৩ নবেম্বর '৯৮ তারিখে বরিশাল কলেজে অনুষ্ঠিত এলএলবি '৯৭ সপ্তম পত্রের খাতা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঐ খাতায় কেন্দ্রের সিল, ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর, আমার স্বহস্তে লিখিত ৬টি প্রশ্নের দেয়া উত্তর এবং উক্ত পরীক্ষায় গ্রহণ করা মূল খাতার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত উত্তরপত্র রয়েছে (যা ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষরকৃত)।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম রয়েছে 'ফলাফলে কোন ভুলত্রুটি প্রতীয়মান হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সেই ফলাফল বাতিল ও সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।' কিন্তু এ ক্ষেত্রে হারানো খাতা খুঁজে পেয়েও ফলাফল পুনর্বিবেচনার জন্য কিছু করা হয়নি।

জানা গেছে, প্রতিবছর এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা ঘটে। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুই করে না। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিগ্যাল নোটিস পাঠানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে লিগ্যাল নোটিস কেন, কোর্টে মামলা করলেই পারে। উপাচার্য বলেন, একজন পরিত্যক্ত খাতা নিয়ে আসবে আর বিশ্ববিদ্যালয় নম্বর দিয়ে দেবে তা তো হয় না।